২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ৭ম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান
বিষয়: ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

শিরোনাম: বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রায়তন একমালিকানা ব্যবসায়ই এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় উক্তিটির যথার্থতা নিরুপণ

(নমুনা উত্তর)

একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা:

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত,পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন যোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

উদাহরণঃ ধরা যাক, মামুন একজন মুদি দোকানদার। তিনি তার দোকান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নিজেই করে থাকেন। তার ব্যবসায় অন্য কোন অংশীদার নেই। তার ব্যবসায়ের মুনাফার সবটুকুই তিনি একা ভোগ করতে পারেন। আবার লোকসান হলেও তার একাই তা বহন করতে হয়। এ ধরনের ব্যবসায়ী হচ্ছে একমালিকানা ব্যবসায়।

নিম্নে একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হলো -

১। একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক সব সময় একজন ব্যক্তি যিন নিজ উদ্যোগে পুঁজির সংস্থান করেন, ব্যবসায় পরিচালনা করেন ও ঝুঁকি বহন করেন।

২। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমালিকানা ব্যবসায় ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে। মূলধনের স্বল্পতা ও একজন ব্যক্তির মালিকানার জন্য এর আয়তন সাধারণত ছোট হয়ে থাকে।

৩। একমালিকানা ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি মালিককে এককভাবে বহন করতে হয়।

৪। আইনের চোখে একমালিকানা ব্যবসায়ের পৃথক কোনো সত্তা নেই। মালিক ও ব্যবসায় অভিন্ন। এ জাতীয় ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায় - দায়িত্ব মালিকের। ফলে তার দায় অসীম। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ করতে হয়।

৫। পুরো ব্যবসায়ের একক মালিকানার জন্য লাভের সবটা মালিক একা ভোগ করেন। আবার লোকসানের সম্মুখীন হলে মালিককেই এককভাগে তা বহন করতে হয়।

৬। একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কারণ ব্যবসায় চালু রাখা বা বন্ধ করা মালিকের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

৭। একমালিকানা ব্যবসায় পণ্য উৎপাদন ও বিপণন মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি যে পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করা ভালো হবে মনে করেন সেটি করে থাকেন।

৮। একমালিকানা ব্যবসায় অনেক সময় ব্যবসায়ীকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয়। কারণ তার ব্যবসায়ের সমস্ত বিনিয়োগ তারনিজেকেই করতে হয়।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুরত্ব বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদন যুগে প্রাচীন ও ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতির এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুরত্ব হ্রাস পাওয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি এ ব্যবসায়ের গুরত্ব কমেনি। প্রতিটা সমাজে তথা বাংলাদেশে এটা এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন। নিমে এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুরত্ব তুলে ধরা হলোঃ

- ব্যাপক সেবা প্রদানঃ স্বল্প মূলধন নিয়ে অতি সহজে এ ব্যবসায় শহরের কেন্দ্রস্থল হতে শুরু করে গ্রাম - গঞ্জের সর্বত্র গড়ে উঠেছে। তাই প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবা সামগ্রী সহজে ভোক্তা সাধারনের হাতে তুলে দিয়ে ব্যবসায় ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করতে পারে।

- সহজ কর্মসংস্থানঃ সামান্য কিছু মূলধন হলে যে কেউ এক মালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যম নিজ কর্মসংস্থান করতে পারে। তাই বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি লোক এক মালিকানা ব্যবসায়ে জড়িত থেকে নিজের কর্মসংস্থান করছে।
- স্বল্প মুলধনঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগন গরিব বিধায় তাদের পক্ষে বৃহদায়তন ব্যবসায় গড়ে তোলা কঠিন। তাই অল্প পুঁজি দিয়ে সহজেই যে কেউ এ জাতীয় ব্যবসায় গঠন করতে পারে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শহর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এরূপ ব্যবসায় গড়ে তোলার জন্য তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে এ ধরনের ব্যবসায় গঠন করে। যা দেশের জন্য মুলধন গঠন এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে।
- সম্পদের সুষম বন্টনঃ ক্ষুদ্রায়তনের এক মালিকানা ব্যবসায় দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র ব্যাপকভাবে গড়ে উঠে। ফলে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্পদ যেভাবে কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হয় এক্ষেত্রে তার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এতে সম্পদের সুষম বণ্টন হয়। আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় ? ব্যাপক ভিত্তিতে এক মালিকানা ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হওয়ার ফলে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আয় রোজগারের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে। এতে জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
- বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দানঃ বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা ভোক্তাদের নিকট পৌছানোর গুর দায়িত্ব এ জাতীয় সংগঠন পালন করে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের চাকাকে সচল রাখে এ জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।
- সহজ পরিচালনাঃ এ জাতীয় ব্যবসায় পরিচালনা বৃহদাকার ব্যবসায়ের মত জটিল নয় এবং মালিক যেহেতু নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করে সেহেতু এর পরিচালনা ব্যয়ও তুলনামুলক কম হয়।
- পরিবর্তনশীলঃ সময়ের সাথে সাথে মানুষের রচি ও চাহিদার দ্রুত পরিবর্তন হয়। কেবল একমালিকানা ব্যবসায়ই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।
- স্বাধীন পেশাঃ যারা স্বাধীনচেতা ও স্বাধীন পেশা পছন্দ করে এবং অন্য কারও নিকট জবাবদিহি করতে চায় না, তাদের জন্য এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন খুবই উপযোগী।
- দক্ষতা অর্জনঃ স্বল্প মূলধনের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হয়ে ব্যবসায়ী বৃহদায়তন ব্যবসায়ের দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও এক মালিকানা ব্যবসায় একদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠির যেমনি আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে অন্যদিকে সর্বত্র সহজে পণ্য ও সেবা সরবরাহ ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করে ত করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভুমিকা রাখে।

একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১। অনেকে আছেন যাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই অথচ ব্যবসায় শুরু করতে আগ্রহী। আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী এমন হাজার হাজার লোকের জন্য একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে উপযুক্ত। যেমন- চায়ের দোকান, ছোট খাবারের দোকান, কুটির শিল্পের দোকান, মৃৎ শিল্পের দোকান।

২। এমন কিছু ব্যবসায় আছে যেগুলোর জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। সে জাতীয় ব্যবসায়ের জন্য একমালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে বেশি উপযোগী বিবেচিত হয়। যেমন- পানের দোকান, সবজির দোকান।

৩। যে সকল ব্যবসায়ে ঝুঁকি একেবারেই কম সেগুলোর জন্য একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। কেননা কম আয়ের ব্যক্তিরা সাধারণত ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চান, ফলে তারা এমন ব্যবসায়ই বেশি পছন্দ করেন। যেমন- চালের দোকান, ঔষধের দোকান।

৪। কিছু কিছু ব্যবসায় আছে যেগুলোর প্রদত্ত পণ্য বা সেবার চাহিদা বিশেষ বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট সীমাবদ্ধ। সে সব পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন- স্কুলের সামনে বই - খাতার দোকান, কোনো শিল্প কারখানার সামনে রেস্টুরেন্ট।

৫। পঁচনশীল জাতীয় পণ্য যেমন ফল - মূল, শাক - সবজি, মাছ - মাংস ইত্যাদির ব্যবসায় সাধারণত একমালিকানা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৬। ডাক্তারি, প্রকৌশল ও আইন ব্যবসায়ের মতো ক্ষুদ্র আকারের পেশাভিত্তিক ব্যবসায় এবং প্রত্যক্ষ সেবাধর্মী ব্যবসায় যেমন লন্ড্রি, সেলুন, বিউটি পার্লার ইত্যাদি সাধারণত একমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৭। যে সব ব্যবসায় প্রদত্ত পণ্য - দ্রব্য ও সেবার সাথে ব্যক্তির বা মালিকের নৈপুণ্য, শিল্পকর্ম ও সুনাম জড়িত থাকে সেগুলোর জন্য একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন - চিত্রকর্মের দোকান, ছবি তোলার দোকান ইত্যাদি।

একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণ:

একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণ সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলোঃ

১। সহজে ব্যবসায় গঠন করা যায়ঃ এ জাতীয় ব্যবসায়ের গঠন বেশ সহজ। আইনগত ঝামেলা না থাকায় যে কেউ ইচ্ছা করলে ও উদ্যোগ নিলে এ ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। তাই একমালিকানা ব্যবসায় খুবই জনপ্রিয়।

২। স্বল্প মূলধনঃ এক মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় স্বল্প মূলধন নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসায় গঠন করা যায়। মালিক নিজেই এ মূলধন যোগান দেন। সাধারণত নিজস্ব সঞ্চয় ও প্রয়োজনে বন্ধু - বান্ধব, আত্মীয় - স্বজন এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করেন।

৩। স্বল্প জায়গাঃ একমালিকানা ব্যবসায় সাধারণত ছোটখাটো আকারের হয়ে থাকে। এর জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়না। এই ব্যবসায় সুবিধামতো যেকোনো স্থানে গড়ে তোলা যায়।

৪। মতের অনৈক্য নেইঃ একমালিকানা ব্যবসায় যেকোনো বিষয়ে মালিক নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। অংশীদার না থাকায় মতের অনৈক্য হয় না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, স্বাধীনচেতা মনোভাব, স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প শ্রম বিনিয়োগ করে একমালিকানা ব্যবসায় যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে শুরু করা যায়। এ ব্যবসায় আইনি জটিলতামুক্ত এবং এতে ঝুঁকিও কম। অন্যদিকে একমালিকানা ব্যবসায় ভোক্তাদের অত্যন্ত নিকটে থেকে তাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী পণ্য বা সেবা প্রদান করতে পারে। ফলে প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন হওয়া সত্ত্বেওমএকমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক, তেমনি সকলের নিকট এ ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তাও বেশি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনায় একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

শিক্ষা বিষয়ক সকল আপডেট তথ্যের জন্য
রেজাল্ট বাংলাদেশ
RESULTBANGLADESH.COM